দৈনিক খবর

আশ্বিন ... ... 07 JAN 1990
পৃষ্ঠা ... ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

# সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে

শিক্ষা মানুষের জীবনে উন্নতির চাবিকাঠি, সমাজ ও দেশোন্নয়নের মূল মন্ত্র। তাই বলা হয় "শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড"। এই মেরুদন্ডকে শক্ত ও মজবুত করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সরকার প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কোর্সকে দুই বছর মেয়াদী "উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কোর্স" নামকরণে চালু করেছিলেন ১৯৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষে। এই কোর্স সমাপ্তকারীদের সুযোগ-সুবিধা ছিল অনেক। উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল এসএসসি দ্বিতীয় বিভাগ। দীর্ঘ ৭ মাস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পর ১২ই মে/৮৪ প্রাথমিক শিক্ষকদের এক মহাসম্মেলনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি উক্ত উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা কোর্সকে পুনরায় এক বছর মেয়াদী সি-ইন-এড হিসেবে ঘোষণা দেন। ফলে শিক্ষার উন্নতির লক্ষ্যে এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কারণে বহিরাগত প্রশিক্ষণনার্থীগণ দুই বছর মেয়াদী "উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা" কোর্স বহাল রাখার দাবীতে আন্দোলন করেন। সারা দেশের প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণালয় সমূহ বন্ধ রাখা হয়। প্রাথমিক শিক্ষকরা অনশন করেন। তবুও তারা তাদের ন্যায্য দাবী থেকে বঞ্চিত হন। তাদেরকে অটো সি-ইন-এড বলে সনদপত্র দেয়া হয়। সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে তাদেরকে প্রাথমিক শিক্ষক পদে নিয়োগ প্রাপ্তির ন্যূনতম যোগ্যতাসম্পন্ন বলে গণ্য করা হয়। তাই বিগত ১৯৮৪ইং ও ১৯৮৭ইং- এর এপ্রিলে (আংশিক নিয়োগ) এবং ১৯৮৭ইং-এর সেপ্টেম্বর (সম্পূর্ণ শূন্য পদে নিয়োগ) শিক্ষক নিয়োগের সময় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা থাকতো। ১৯৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এসএসসি পাস প্রার্থীগণও আবেদন করতে পারবে।

১৯৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণে অটোসার্টিফিকেটধারীদের অনেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছেন। অনেকের চাকরি হয়ে গেছে। কিন্তু সমস্যা দাঁড়িয়েছে তাদের ক্ষেত্রে যারা উচ্চমাধ্যমিক পাস করার সুযোগ পায়নি। কিংবা চাকরিও পায়নি। তারা (ছেলেদের ক্ষেত্রে) এসএসসি, সি-ইন-এড (অটো) রয়ে গেছে। এবারের সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত যোগ্যতার মাপকাঠিতে এরা আর বিবেচিত হয়নি। এবারের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়নি ১৯৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী এসএসসি পাস প্রার্থীগণও আবেদন করতে পারবে। যার ফলে ৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষে সি-ইন-এড (অটো) সার্টিফিকেটধারী এসএসসি পাস পুরুষ প্রার্থীগণ প্রাথমিক শিক্ষক হওয়ার বাসনা নিয়ে আবেদন করতে পারছে না। বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হয়েছে গত ২৩শে নভেম্বর একটি জাতীয় দৈনিকে। এখানে বলাই বাহুল্য যে, সি-ইন-এড প্রশিক্ষণের সনদপত্রধারীগণ তাদের এক বছরের কঠিন শ্রমের বিনিময়ে প্রাপ্ত সনদপত্রটি কেবলমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগের ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। অন্যকোন বিভাগে এই সনদপত্রটি মূল্যহীন একটি কাগজ মাত্র। তাই ১৯৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষের অটো সি-ইন-এডধারী বেকার যুবকগণ এখন হতাশাগ্রস্ত। তাদের কি হবে?

এমতাবস্থায় সরকারের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ১৯৮৩-৮৪ শিক্ষাবর্ষে সি-ইন-এড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসএসসি পাস পুরুষ প্রার্থীদের আবেদন করার সুযোগ দেয়া হোক।

এম এ বাতেন সরকার (অর্নব)
থানারপুল, মন্সীগঞ্জ।